জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০১৯

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২৫ শ্রাবণ ১৪২৬
০৯ আগস্ট ২০১৯

বাণী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০১৯' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে এ উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এর প্রেক্ষিতে সরকার জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ তেল কোম্পানী শেল অয়েল এর নিকট হতে স্বল্পমূল্যে ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা রাষ্ট্রের অনুকূলে গ্রহণের পদক্ষেপ নেন। এ সকল গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও উপজাত তেল আজ অবধি দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির যোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সরকার দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে সরকারের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশে সৌরশক্তি, বায়ু ও সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীন উৎস থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান জোরদার প্রচেষ্টা চালাবে - এ প্রত্যাশা করছি।

প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির অন্যতম উৎস, তবে তা অফুরন্ত নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল প্রাথমিক জ্বালানির নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে আমি সকলকে আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০১৯ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

ড. ভৌমিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন করাে গর্বাঁর প্রচারে নিবেদন করছি। জাতির পিতা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। এর সুরক্ষায় অবকাঠামো নির্মাণ করে আমাদের পথচলা সুগম করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশী কোম্পানি শেল অয়েল এর ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ন্যস্ত করেন। ধ্রুপুরের বেশী সময় গ্যাস সরবরাহের পরও আজ এই গ্যাস ক্ষেত্র সম্বে ১৯৬,০০০ কোটি টাকা মূল্যের গ্যাস মজুদ আছে। তাঁরই ধ্যানে গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর অকীকার, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নিয়তাঁর অকাণ্ডনের কথা বাঙালি জাতির স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে থাকবে চিরকাল। তাঁর নেতৃত্বে দেশে বিদ্যুৎ এসেছিল বলিষ্ঠ হয়েছে, দেশের স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘকালের অবহেলিত, দুষ্কৃতিগ্রস্ত ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাতপদ বাংলাদেশে সৃষ্টিত হয়েছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ এবং উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা। গত ৩ বছরের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে যুগান্তকারী ও বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন তা সময়সাঘিক ইতিহাসে বিরল। দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বঙ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট থেকে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, বেলাবাঁশদাঁ ও বাঘারাবাদ-এ ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের নামমাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গ্রহণক্রমে কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। উল্লিখিত ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিল ১০.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার বর্তমান সমন্বিত গড় বিক্রয়মূল্য মোট প্রায় ৫০.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২,৭১,৯১৩ কোটি টাকা। ৪৪ বছর পরে সরবরাহের পরও বর্তমানে এ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে ৬.০৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ প্রায় ১,৬৮,৭২৩ কোটি টাকা (প্রায় ১৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। এ গ্যাস ক্ষেত্রসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তা অন্যান্যদি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যুলনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের জ্বালানির উৎস হিসেবে এ গ্যাস ক্ষেত্রসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়। জাতির পিতার উন্নয়ন ভাবনার পথ অনুরসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১০ সাল হতে এ দিবসটিকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তার বঙ্বন্ধুর অজানাবর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি পাশাপাশি শেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা এবং জ্বালানি সম্পদ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থনীতি এবং আধুনিক সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে জ্বালানি। বিশ্বায়ন ও খোলা বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সুস্থ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের আধিকার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া, জাতিসংঘের নেতৃত্বে ২০৫০ সালের মধ্যে বায়ুদূষণাধীন ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্যতম সবার জন্য টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন সরকার যত পদ্ধতিবিধি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রসমূহ এসডিজি'র আলোকেই নির্ধারণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মকৌশল ফলে দেশের প্রত্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনমানের মান উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ পিএসটি-২০১৯ প্রবাহ এবং অন্যান্য খাতের মধ্যে গ্যাস সম্পদ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। জ্বালানির চাহিদার ক্রত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, একই সময়ে আইওসিগুলোকে সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। **অনুসন্ধান কূপ :** নতুন গ্যাসক্ষেত্র/জব আবিষ্কারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে দেশে মোট ১৭টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২০১৯ সালের ২৩টি হয় বর্তমানে ২৭টিতে উন্নীত হয়েছে। রিমাঁরিক সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পুরাতন গ্যাসক্ষেত্রসমূহে সঠিক কিস্তুর নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। নতুন গ্যাস মজুদ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে অন্দশের ও অফশোরে আরও ৩৭টি (রসগেই মাচিডজ সাগরেও) অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা আছে। **প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ :** ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গুইতি কর্পোরেট সেক্টর সমেত বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় উৎপাদিত গ্যাস ও আমদানিকৃত এলএনজি'র সমন্বয়ে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৩,৫২০ মিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলন করা হচ্ছে। এর মধ্যে বাপেক্স ৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট, বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি ৩,১৭০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং এলএনজি ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করছে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৩,৫২০ মিলিয়ন ঘনফুট অন্দশের গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে বাংলাদেশ এলএনজি স্টোরেজ ও রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমদানিকৃত এলএনজি হতে দৈনিক গড়ে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট (সর্বোচ্চ) গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সারাদেশে গ্যাসের চাহিদা পূরণ বৃদ্ধিসহ সার্বিক গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সর্বসাধারণের সুবিধার্থে সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও আসচই, ২০১৯ থেকে সার্বক্ষণিক খোলা রাখা হচ্ছে। **পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন :** দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রায় গাস সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের অফশোর এলাকাতে ক্রত হতে ক্রতগতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের কনজেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম পদার্থ উৎপাদন করা হচ্ছে। পেট্রোলিয়াম আওয়াবীয় গাস উত্তোলন কোম্পানি ও উপোসন অংশীদারিত্ব চুক্তির (পিএসসি) অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৪০,৯৮,৩৮০ বাঢ়ারে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম পদার্থ উৎপাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,৮৬,৬৯৮ বাঢ়ারে কনজেনসেট পেট্রোলিয়াম পদার্থের ও ৪,৯৪৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হয়। গ্যাস উপজাত কনজেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পেট্রোল দেশের চাহিদার পুরণে সমর্থ হচ্ছে এবং অকটেন চাহিদার বৃহত্তাংশ পূরণ করছে। বিদেয়াগ্য গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানকল্পে ইউনিট (এসডব্লইউ) স্থাপনের ফলে প্রায় ৫৭৫ কনজেনসেট প্রক্রিয়াকরণকে জন্য প্রশিক্ষণ এলপিজি-এর কর্তৃক নিশ্চিত ৪,০০০ বাঢ়ারে অফশোরে গ্যাসক্ষেত্রসমূহে প্রাকৃতিক জ্বালানির কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। **সঞ্চালন পাইপলাইন :** ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮৯২ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। বাখরাবাদ-সিঙ্গিরকান্দি, মনোহরদী-ধনুয়া, বিবিয়ানা-ধনুয়া, মনোহরদী-নরসিংদী, ধনুয়া-বক্তবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড়, হাটিকুমরুল-বনপাড়া, বনপাড়া-রাজশাহী, বনপাড়া-ঈশ্বরদী, জোয়ামারা-তুলনা, আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ ইত্যাদি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের ফলে মোট গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বিগেশ হতে আমদানিকৃত রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের জন্য মহেশখালি-কাঞ্চনগঞ্জ সাইসমিক ইন্টারকানেক্টর পাইপলাইন স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়া, বিগেশ হতে আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহের জন্য আরও ১৪২ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন/পরিকল্পনাধীন আছে। **কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন :** দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সম্ভাব্য মজুদের উৎপাদিত গ্যাস সঞ্চালনে পাইপলাইন নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা দূর করে গ্যাসের চাপ বাড়িয়ে মিরাহ গ্যাস বাংলা এবং বৃদ্ধির জন্য গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের চাঁপ কৌশলগত স্থান- হবিগঞ্জ জেলার মুভাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশাগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গাকে কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন গ্যাসের চাপ ও প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। **কয়লা :** প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয় প্রয়োগে পূর্বে দেশের এখানে ও সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে কয়লা খনি বড়গুত্রিয়া থেকে দৈনিক গড়ে ১,৫০০-১,৬০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন টন কোল সেভিংস (এসটিসি) পদ্ধতিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,০০০-৪,৫০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার সমস্যুক অংশই খনি মুখে স্থাপিত পিডিবি'র আওতাধীন ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বেরেজড পাওয়ার প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্ত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

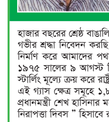

মোঃ শহীদুল্লামান সরকার এম.পি
সভাপতি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ব্রিটিশ তেল কোম্পানি "শেল অয়েল" এর নিকট হতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়ার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে গ্যাসক্ষেত্রসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রসমূহ অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির পিতার এই দূরদর্শীতা আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে রয়েছে। জাতির জনকের অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ প্রতি বছর ৯ আগষ্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন করা হয়। সময়ের সাথে সাথে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলোসহ পরবর্তীতে আবিষ্কৃত অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্র দেশের উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এক দশকের অব্যাহতভাবে জ্বালানি খাতকে আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, যা ছিল এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৭.৮৬-এ উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বিদ্যুৎসুবিধা উদ্যোগ প্রধান ও এক সফল বাস্তবায়নের ফলে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৬০% বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এ সরকারের সময়ে ৪ টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদেরকে এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা আহরণের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সরকার সদাই সচেষ্ট। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার সর্বাত্মক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লা জিডিপি অর্থনীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে অবস্থানে আনতে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করছে। এলএনজি আমদানির মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দিকসহ আমাদের সরকার সচেষ্ট রয়েছে। আমি জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্বন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. ভৌমিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

জ্বালানি নিরাপত্তায় পেট্রোবাংলার ভূমিকা

মোঃ রুহুল আমীন
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

সদ্মন্ধ আগামীর পথযাত্রায় উন্নয়নের মহাসড়কে এখন বাংলাদেশ। 'ডার্কাবিলিন ক্রুড' বলে একদিন যে দেশকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, সে দেশ বিশ্ববাসীর কাছে এখন 'উন্নয়ন-বিস্ময়'। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রা এখন বিশ্বের রোল মডেল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ জিডিপি'র হ্যাবিল অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রয়ক্ষমতা সমতার (purchasing power parity) ভিত্তিতে পৃথিবীতে এখন ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর এ সকল অর্জনের মূল হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অনন্য ভূদর্শনীতা এবং ধৈরর্য যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ, গতিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত, হিলক্সায় নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনা। বৈষম্যহীন, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর অকীকার, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নিয়তাঁর অকণ্ডনের কথা বাঙালি জাতির স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে থাকবে চিরকাল। তাঁর নেতৃত্বে দেশে বিদ্যুৎ এসেছিল বলিষ্ঠ হয়েছে, দেশের স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘকালের অবহেলিত, দুষ্কৃতিগ্রস্ত ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাতপদ বাংলাদেশে সৃষ্টিত হয়েছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ এবং উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা। গত ৩ বছরের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে যুগান্তকারী ও বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন তা সময়সাঘিক ইতিহাসে বিরল। দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বঙ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট থেকে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, বেলাবাঁশদাঁ ও বাঘারাবাদ-এ ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের নামমাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গ্রহণক্রমে কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। উল্লিখিত ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিল ১০.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার বর্তমান সমন্বিত গড় বিক্রয়মূল্য মোট প্রায় ৫০.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২,৭১,৯১৩ কোটি টাকা। ৪৪ বছর পরে সরবরাহের পরও বর্তমানে এ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে ৬.০৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ প্রায় ১,৬৮,৭২৩ কোটি টাকা (প্রায় ১৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। এ গ্যাস ক্ষেত্রসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তা অন্যান্যদি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যুলনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের জ্বালানির উৎস হিসেবে এ গ্যাস ক্ষেত্রসমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞা প্রতিফলিত হয়। জাতির পিতার উন্নয়ন ভাবনার পথ অনুরসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১০ সাল হতে এ দিবসটিকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তার বঙ্বন্ধুর অজানাবর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি পাশাপাশি শেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা এবং জ্বালানি সম্পদ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, একই সময়ে আইওসিগুলোকে সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। নতুন গ্যাস মজুদ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে অন্দশের ও অফশোরে আরও ৩৭টি (রসগেই মাচিডজ সাগরেও) অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা আছে। **প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ :** ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গুইতি কর্পোরেট সেক্টর সমেত বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় উৎপাদিত গ্যাস ও আমদানিকৃত এলএনজি'র সমন্বয়ে বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৩,৫২০ মিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলন করা হচ্ছে। এর মধ্যে বাপেক্স ৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট, বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি ৩,১৭০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং এলএনজি ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করছে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৩,৫২০ মিলিয়ন ঘনফুট অন্দশের গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে বাংলাদেশ এলএনজি স্টোরেজ ও রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমদানিকৃত এলএনজি হতে দৈনিক গড়ে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট (সর্বোচ্চ) গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সারাদেশে গ্যাসের চাহিদা পূরণ বৃদ্ধিসহ সার্বিক গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সর্বসাধারণের সুবিধার্থে সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২ আসচই, ২০১৯ থেকে সার্বক্ষণিক খোলা রাখা হচ্ছে। **পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন :** দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রায় গাস সম্পদের সম্ভাব্য ক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের অফশোর এলাকাতে ক্রত হতে ক্রতগতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের কনজেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন